Date:	Wed, 7 Sep 2005 23:51:28 -0700 (PDT)
From:	"Robaet Ferdous"
Subject:	Article on Farhad Mazhar and Islam
To:	"Avijit Roy" <charbak_bd@yahoo.com>

Mr. Roy

Prothom Alo took the privilege in editing original write-up. I"ll be happy if you publish the uncut version. For original version please find the attached file.

Take care

Robaet Ferdous

প্রতিক্রিয়া

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামি জঙ্গি : ফরহাদজির ‘মোটিভ’ পাঠ

ফাখরুল চৌধুরী ও রোবায়েত ফেরদৌস

ফরহাদ মজহার-এর গেলো ২৫ আগস্ট প্রথম আলোয় ‘পল উলফোভিৎজ ও বাংলাদেশে বোমাবাজি’-এর যে সরল পাঠ লিখেছেন তার প্রতিক্রিয়া লিখতে যেয়ে আমরা দেখেছি, কথার থাকে দুই রকমের অর্থ। এক রূপে কথা হয় সরল, সুন্দর, স্সষ্ট ও বোধগম্য। অন্য রূপে কথা হয় ঘোরানো-পেঁচানো, অস্সষ্ট – যেখানে মিছে কথার আড়াল তুলে লোকদের দ্বিধায় ফেলার চেষ্টা করা হয়। উত্তরাধুনিকদের কল্যাণে আমরা এও জানি যে, কৃষকের ধান ফলানো আর বুদ্ধিজীবীর কথা সবই আসলে টেক্সট এবং কোনো টেক্সটকেই অন্য টেক্সটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না। তাই টেক্সট রচনায় অর্গ্যানিক বুদ্ধিজীবীর এক ফোঁটা বেশি কৃতিত্ব নেই, অর্গ্যানিক কৃষকের চেয়ে। তাত্ত্বিক ফ্র্যাংক পারকিন যেমন টেক্সট ব্যাখ্যায় তিন ধরনের রিডিং বা পাঠের কথা বলেছেন – তা সে লেখা সরল-গরল- কুটিল যাই হোক না কেন। **এক. ডমিন্যান্ট/হেজিমনিক পাঠ** : পাঠক যেখানে লেখকের চিন্তার সঙ্গে সহমত পোষন করেন; লেখকের দিক থেকে এজন্য একে ‘প্রেফারড’ রিডিং-ও বলে। **দুই. নেগোসিয়েটেড পাঠ** : পাঠক এখানে লেখকের ব্যাখ্যা-বয়ান, স্বার্থলিপ্সা ও অবস্থানের সঙ্গে আংশিক একমত হয়। **তিন. অপজিশনাল পাঠ** : পাঠক এখানে লেখকের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করে, লেখকের উপরচালাকি ধরিয়ে দেয় এবং আলোচ্য বিষয়ের বিকল্প ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। পাঠকের দিক থেকে একে ‘কাউন্টার-হেজিমনিক’ পাঠও বলে। ফরহাদ মজহার-এর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের পাঠ হবে অপজিশনাল/কাউন্টার-হেজিমনিক। ফরহাদজির

লেখায় নানাভাবে পাঠকের মনে সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বোমা হামলার পেছনে জামা'আতুল মুজাহিদীন(জামা-মুজা)-এর যথেষ্ট 'মোটিভ' নেই। এ মোটিভ বরং অন্য কারো থাকতে পারে। বোমা হামলার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি লিখেছেন, "ইসলামি জঙ্গিদের সাংগঠনিক শক্তি ও ভৌগোলিক বিস্তার প্রমাণই ছিল এই বোমাবাজির প্রধান উদ্দেশ্য।" এরপর তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ শক্তিশালী ও তাদের সাংস্কৃতিক শক্তি বিস্তৃত, এই সত্য এভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন হলো?" তিনিই উত্তর দিচ্ছেন, "তার মানে, আগের বোমাবাজিগুলোতে এই সত্য প্রমাণিত হয়নি। এখন হলো । আগে বাংলাদেশে নানা বিদেশি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের কথা আমরা শুনেছি। এখন নিজেদের ঘরেই তৈরি জঙ্গিদের দল আমরা খুঁজে পেয়েছি। এটা বিরাট অগ্রগতি।"

এটি বলে পাঠককে যে প্রেফারড রিডিং-এ ফরহাদ উদ্বুদ্ধ করেন তা হলো, জামা-মুজা'র জন্য এটা প্রমাণের দরকার নেই যে তাদের জঙ্গি নেটওয়ার্ক সারা দেশে বিস্তৃত। বরং এটা প্রমাণ করা দরকার ছিল অন্য কোনো শক্তি/পক্ষের, যারা আগের বোমাবাজিগুলোর পর প্রমাণ করতে পারেনি যে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের কর্মজাল বেশ শক্তিশালী। কারা সেই পক্ষ/শক্তি? ফরহাদের বক্তব্য অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদিবাদী-হিন্দুত্ববাদী চক্র, স্পষ্ট অর্থে উলফোভিৎজ-বিশ্বব্যাংক-আমেরিকা-ইসরায়েল-ইণ্ডিয়া ও এদের এ দেশীয় এজেন্টরা হচ্ছে সেই পক্ষ/শক্তি – যারা প্রমাণ করাতে চায় বাংলাদেশে শক্তিশালী সাংগঠনিক শক্তি সম্পন্ন হোমগ্রোন ইসলামি জঙ্গিরা সক্রিয়। এরাই বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ন করে একে 'ব্যর্থরাষ্ট্র' প্রমাণ করাতে চায়। ফরহাদজি প্রশ্ন তুলেন, এটা প্রমাণিত হলে জামা-মুজা'র কী লাভ? এভাবে তিনি এমন একটি 'মোটিভ'কে এ বোমাবাজির প্রধান 'মোটিভ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান যাতে জামা-মুজা'র ওপর থেকে এ হামলার দায় সরে যায়। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দার মতো ফরহাদ দুর্দান্ত(?) একটি 'মোটিভ' উদঘাটন করে বুঝিয়ে দেন 'আসল' খুনী ব্রাভো!

ফরহাদের লেখায় আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, জামা-মুজা নিজেরা লিফলেট (বাংলা ও আরবি) প্রচার করেনি বরং অন্য কেউ 'ষড়যন্ত্র' করে তাদের লিফলেট প্রচার করে ইসলামি জঙ্গিদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে; কেননা জামা-মুজা যদি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনই হবে তাহলে মানুষ না মেরে কেবল বালুর তৈরি টাইমবোমা ফাটিয়ে কেন তারা নিজেদের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনবে? এখান থেকে ফরহাদের বক্তব্য হচ্ছে হামলা করেছে অন্য কেউ, জামা-মুজা বা অন্য কোনো ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী নয়। ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীদের পক্ষে এই হলো ফরহাদজির ওকালতি। কিন্তু ফরহাদ ভুলে যান যে, সন্ত্রাসবাদের একটি ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি থাকে। বিনয়ের সঙ্গে আমরা তাই তর্ক তুলতে চাই এই বলে যে, সন্ত্রাসবাদ কী এবং সন্ত্রাসবাদীরা কীভাবে ও কী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলেই কেবল একজনের পক্ষে ফরহাদজির মতো যুক্তি দেওয়া সম্ভব। এবার জামা-মুজাই কেন এই বোমা হামলা করেছে – এই হাইপোথিসিসের পক্ষে আমরা কিছু যুক্তি দিব। কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে সন্ত্রাসবাদের গতিধর্ম, বিশেষ করে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক ও স্থানীয় – দু'ধরনের চরিত্রই।

প্রথমেই এটা বুঝে আসা দরকার, সন্ত্রাসবাদের প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু 'মানুষ মারা' বা 'সম্পদ ধ্বংস' নয়। সন্ত্রাসবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ত্রাস সৃষ্টি করা, জনমনে আতঙ্ক তৈরি করা। মানুষ যে ওরা মারে না বা সম্পদ যে

ধ্বংস করে না তা নয়; কিন্তু এটা সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হাসিলের অনেকগুলো উপায়ের একটি উপায় মাত্র। কেন সন্ত্রাসবাদীরা এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করে? করে মুলতঃ তিনটি কারণে, এক. তারা জনমনে এমন একটি নিরাপত্তাহীনতার ধারণা তৈরি করতে চায় যাতে নাগরিকরা ভাবে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ। এতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং খোদ রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, নড়ে যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ওই রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পতনও ঘটে। ইতিহাস সাক্ষী, এভাবে অনেক ঔপনিবেশিক বা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ঘটতে আমরা দেখেছি। তবে সন্ত্রাসবাদ এককভাবে এটা পারে না। এর জন্য রাজনৈতিক শক্তির দুরদর্শীতা, সাংগঠনিক সামর্থ্য ও জনগণের সমর্থন লাগে; কিন্তু, সন্ত্রাসবাদ, অন্ততঃ সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, ওই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপুর্ণ ক্যাটালিস্টের ভূমিকা তারা রাখে। দুই. সন্ত্রাসবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য সবার মনোযোগ আকর্ষণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক সংগঠন/শক্তি সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। দেশের মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের পক্ষে মানুষের সমর্থন আদায় করাও সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, যে রাষ্ট্রে নিপীড়নমুলক শক্তিগুলো বেশি সক্রিয় এবং যে দেশে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা 'ভিন্ন ধারার' রাজনীতির চর্চা করার সুযোগ কম সেসব দেশে সন্ত্রাসবাদই 'ভিন্ন মত ও পথ'-এর প্রকাশ ও চর্চার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তিন.সন্ত্রাসবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের নিপীড়নমুলক চেহারাটা জনগণের সামনে উন্মোচিত করা। এজন্য সন্ত্রাসবাদ আঘাত করে রাষ্ট্রকে। এর রিঅ্যাকশনে রাষ্ট্র ধরপাকড় করে, নির্যাতন চালায় বা স্রেফ নিরাপত্তা মুলক ব্যবস্থা জোরদার করে। তখন এর শিকার হয় অনেক নিরীহ মানুষ, ফলে জনগণের সামনে রাষ্ট্রের নিপীড়নমুলক চেহারা শুধু উন্মোচিতই হয় না, বরং দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায় নিপীড়নমুলক রাষ্ট্রের পুন:উৎপাদন হয়ে পড়ে রুটিন ঘটনা। আর এখানেই, সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, তাদের বিজয়। ফরহাদজির সঙ্গে দ্বিমত পোষন করে আমরা বলতে চাইছি, জামা-মুজা বা অন্য কোনো ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী উপরের সবগুলো কারণেই বোমা হামলা ঘটাতে পারে।

এক. হানাদারবাহিনী ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমায় 'মানুষ না মারলেও' না হলেও দেশজুড়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছে। মানুষের মধ্যে এ ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা বিদ্যমান রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ।

দুই. হতাহতের সংখ্যা দিয়ে জঙ্গিদের শক্তি বোঝার চেষ্টা একটি ভুল প্রেমিস। হামলাকারীদের শক্তি বুঝতে হবে তাদের পরিকল্পনা, সাংগঠনিক সামর্থ্য, নেটওয়ার্ক, অভ্রান্ত টইমিং, টার্গেট নির্ধারণে নৈপুন্য ও দক্ষতা দিয়ে। এসব বিবেচনায় তারা যে সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন. এ ঘটনায় দেশী ও বিদেশী মিডিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ব্যাপকভাবে। শায়খ আব্দুর রহমান আজ একটি মহাপরিচিত নাম। জঙ্গিদের সাংগঠনিক বিস্তার ও শক্তি সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষকে ধারণা দেওয়া গেছে। অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ওদের বাংলা ও আরবি প্রচারপত্র ছেপে দিয়েছে। এর মাধ্যমে দেশবাসী ওদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জেনেছে।

চার. রাষ্ট্রের গুরুত্বপুর্ণ স্থানে আঘাত করার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রকে এমনভাবে উস্কানি দিয়েছে, যাতে রাষ্ট্র তীব্র নিপীড়নমুলক প্রতিক্রিয়া দেখায়। জঙ্গিদের এ উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সফল। দেশজুড়ে দাঁড়ি টুপিওয়ালা মানুষ,

যাদের অধিকাংশই হয়তো নিরীহ – গ্রেফতার নির্যাতন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। জামা-মুজার সন্ত্রাসবাদী তাত্ত্বিকদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখানেই যে তারা এমন একটি গোষ্ঠীকে (দাঁড়ি-টুপিধারী, মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক) এ হামলার সংগে জড়িয়ে ফেলেছে যাদের সংখ্যা বিপুল। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয়ই হয়তো জামা-মুজার সদস্য। কিন্তু, রাষ্ট্রের চরিত্রই এমন যে রাষ্ট্র যখন 'সন্দেহ ভাজন' ধরতে যায় তখন একটি 'নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে' চিহ্নিত করে তা থেকে 'সন্দেহভাজন'দের ধরে থাকে। যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যত স্মার্ট তারা রাষ্ট্রকে তত বেশি উস্কানি দেয়, এই সম্ভাব্য 'সন্দেহভাজন' গোষ্ঠী হিসেবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এর মধ্যে আনতে। রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসবাদীদের এ ফাঁদে পা দেয় তখন এতে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করা সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র দাঁড়ি-টুপিধারী বিপুল জনগোষ্ঠীকে 'সন্দেহ ভাজন' হিসেবে চিহ্নিত করায় জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি সফল। আর রাষ্ট্র যত স্মার্ট হয় তত তারা এ 'সন্দেহভাজ' গোষ্ঠী হিসেবে একটি 'মাইনরিটি' গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমের দেশগুলো যেমন সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের করেছে।

পাঁচ. বাংলাদেশ ও বিশ্বরাজনীতির বর্তমান গতিধর্ম বিচার করলেও জামা-মুজা বা কোনো ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরই এই বোমা হামলা ঘটানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ছয়. জামা-মুজা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও বিবৃতি দিয়ে ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। তবে জামা-মুজার পক্ষে সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী যেমন ফরহাদ মযহার ও রাজনীতিবিদ যেমন মতিউর রহমান নিযামী, বিষয়টিকে জনগণের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

সাত. ফিলিস্তিনি সুইসাইড বম্বাররা যখন ইসরায়েলে কিংবা কাশ্মিরি গেরিলারা যখন ভারতে হামলা চালায় তখন তারা হামলা চালায় 'শত্রু রাষ্ট্রে' বা 'শত্রু টেরিটরি'তে বা বিধর্মীদের ওপর। এক্ষেত্রে মানুষ বা কাফের মারাটা একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। যত মানুষ মারা যাবে, সম্পদ ধ্বংস হবে 'ওয়ার অফ টেররিজম'এর দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ততই সফল। কিন্তু, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন যখন হামলা চালাবে তখন জনগণ কিন্তু তাদের 'শত্রু' নয়। দেশের বেশিরভাগ মুসলমান তাদের 'ভাই' বা 'বোন'। তাই জঙ্গিদের জন্য মানুষ মারাটা হবে কাউন্টার-প্রোডাকটিভ। হামলাকারীরা ক্যাজুয়ালিটি রাখতে চাইবে মিনিমামে। মানুষ মারতে না চাওয়াটাই তাদের স্ট্রাটেজি। 'মিনিমাম' মানুষ মেরে 'ম্যাক্সিমাম' আতঙ্ক ছড়ানো এবং রাষ্ট্র তরফের নিপীড়নমুলক প্রতিক্রিয়া পাওয়াটাই তাদের সাফল্য। আমরা বলছি না জামা-মুজাই এ হামলা করেছে। কিন্তু ফরহাদসহ অনেকেই প্রমাণের চেষ্টা করছেন যে, এটা করার জোরালো কোনো মোটিভ ওদের নেই। এর বিপরীতে জামা-মুজা বা এ ধরনের সংগঠনের কী মোটিভ থাকতে পারে আমরা তা তুলে ধরলাম। আশা করি আমাদের প্রয়াস সামান্য হলেও দেশপ্রেমিক গোয়েন্দাদের কাজে আসবে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে বক্তব্য ফরহাদ দিয়েছেন তাহলো, হামলার বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এর মানে কী? আমাদের কাছে এর সরল মানে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনকে 'রাজনৈতিক স্বীকৃতি' দিতে হবে এবং কবুল করতে হবে যে, ১৭ আগস্টের বোমা হামলা আসলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছুই না। বোমাবাজি আর খুন-জখম করে এরা যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তখনও এর স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। হায় ফরহাদ! আপনি কি তবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর অস্ত্রবাজির পার্থক্যও ভুলে গেলেন? 'এন্ডস জাস্টিফাই দ্য

মিন্স’ – ইসলামি জঙ্গিদের জন্য এই দায়িত্বহীন ম্যাকিয়াভেলিয়ান কৌশল বাতলে দিয়ে রাষ্ট্রকে আপনি কোথায় নিয়ে যাওয়ার পায়তারা করছেন?

ফাখরুল চৌধুরী : সাংবাদিক।
রোবায়েত ফেরদৌস : সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফরহাদ মজহারকে বিশ্লেষণ করে মুক্ত-মনার কিছু প্রবন্ধ :

- অলস দিনের ভাবনা : অভিজিৎ রায়
- জিহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে কি ঘটছে? ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন